COAST Trust

মাসিক সম্প্রীতি

UNHCR
The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন-রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলাসহ সংশ্লিষ্ট ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিচালিত রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কার্যক্রমের মাসিক

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিতর্ক ও রচনা লিখন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে উখিয়া ও টেকনাফের শিক্ষার্থীদের

bij Bmjvg †PŠaix ¸jRvi †eMg †UKwbK¨vj ¯‹zj weZK cwZ‡hvMxZvi GKwU gnZ| Qwe Z‡j‡Qbt RjwdKvi †nvQvBb|

উখিয়া ও টেকনাফের নির্ধারিত ২৫ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতর্ক ও রচনা লিখন প্রতিযোগীতা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প। বিতর্কের বিষয় ছিল, "শুধুমাত্র মিয়ানমার সরকার নয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতার অভাবই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিলম্বের কারণ"। অন্যদিকে রচনা প্রতিযোগীতার বিষয় ছিল, "মানবাধিকারঃ রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"।

বিতর্ক প্রতিযোগীতায় পক্ষ দলের বক্তারা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মায়ানমার সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্দ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন,রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে তাদের জায়গায় ফেরত নিতে মিয়ানমার সরকার তিন হাজার পাঁচ শত জনের তালিকা দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহন করলেও রোহিঙ্গারা যেতে রাজি হয়নি।পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যাবাসন করা হবে এই আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করার কথা উল্ল্যেখ করেন। বক্তব্যে তারা মিয়ানমার সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য হওয়া বিভিন্ন বৈঠক, চুক্তি ও সমঝোতার কথা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গাদের আপত্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতার অভাবই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিলম্বের কারণ বলে পক্ষ দলের বক্তারা অভিমত দেন।

বিপক্ষ দলের বক্তারা বলেন, জাতিসংঘ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যবস্থা করে সহায়তা অব্যাহত রেখে চলেছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন,যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করছে। মায়ানমার সরকারী বাহিনী দ্বারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর পরিচালিত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাটের জন্য দায়ীদের বিচারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে তদন্ত কাজ শুরু করা হয়েছে। কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যে দায়ী মিয়ানমার সেনা অফিসারদের তাদের দেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে আন্তজাতিক সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে মায়ানমার কে চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট করতে না পারার জন্য মায়ানমার সরকারের অসহযোগীতা ও বাংলাদেশের কুটনৈতিক ব্যর্থতাকেই বেশি দায়ী মনে করছেন বিপক্ষ দলের বক্তারা।

রচনা লিখন প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগীরা মানবাধিকারের ইতিহাস, রোহিঙ্গা সমস্যার বিশ্লেষণ ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানবিকতা ও সংকট সমাধানের দিকনির্দেশনা তাদের রচনায় ফুটিয়ে তোলেন।

শিক্ষক শিক্ষাথীরা বলেন, এ ধরণের প্রতিযোগীতার মাধ্যমে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ বাড়ছে। তারা জ্ঞান অর্জন করছে, তাদের মেধা মনন, উপস্থাপনাশৈলী, আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটছে। মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন একজন সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে যা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উখিয়া ও টেকনাফের সচেতন নাগরিক সমাজের সাথে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের গুরুত্ব" শীর্ষক আলোচনা সভা

e³e¨ ivL‡Qb DwLqv Dc‡Rjv wbevnx KgKZv †gvt wbKvi ¾vgvb| Qwe Z‡j‡Qbt RjwdKvi †nvQvBb|

উখিয়া ও টেকনাফের সচেতন নাগরিক সমাজের সাথে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের গুরুত্ব" শীর্ষক ২ টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উখিয়া উপজেলার কর্মসূচীটি ২৭ই নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ উখিয়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, টেকনাফের কর্মসূচীটি অনুষ্ঠিত হয় ৭ ই নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ মঈনুদ্দিন মেমোরিয়াল কলেজে।

এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল উখিয়া ও টেকনাফের বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং প্রত্যাবাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করানো। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের স্বার্থেই, প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণ অব্যাহত রাখা এবং মানবিক কাজে সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সহায়তা করা।

উক্ত অনুষ্ঠানসমূহের শুরুতে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং সামাজিক সংযোগ কমিটির সদস্যগণ প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিস্তারিত কার্যক্রম উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন। পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা আলোচ্য বিষয়ের উপর নিজেদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নিকারুজ্জামান বলেন, "বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ও উত্তরণে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সকলকে দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে পুরো কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে হাতে নেয়া অবকাঠামোগত মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

রাজাপালং ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষক মোঃ রশিদ বলেন, "সবাই যার যার অবস্থানে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চায়। কিন্তু রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান করার ফলে অনেকেই শান্তিতে নেই।" স্থানীয়দের যে

ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে দিতে যদি সরকারি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ কাজ করে তবে তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।

মীর সাহেদ আলী, সদস্য, ৪ নং ওয়ার্ড, বলেন, আমি 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সামাজিক সংযোগ কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কাজ করছি। আমি মনে করি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, দুটি শব্দই একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান না থাকলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংঘাত বাড়বে। অভ্যন্তরীণ এ সমস্যা সমাধানেই সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তখন ব্যস্ত থাকবে। ফলে বাধাগ্রস্ত হবে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা ও বিলম্বিত হবে গোটা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া।

প্রবীণ শিক্ষক নুরুল হাকিম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উখিয়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন্নেসা বেবি ও সমাজসেবা কর্মকর্তা রাশেদ চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন উখিয়া যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন, পালংখালী ইউপি এর প্যানেল চেয়ারম্যান নুরুল আবসার চৌধুরী, সাংবাদিক নুর মোহাম্মদ শেখ, প্রধান শিক্ষক সবুজ সেন, আঞ্জুমান আরা পাখি প্রমুখ।

টেকনাফ প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি এবং টেকনাফ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফেরদৌস আহমেদ জামিরী বলেন, মানবিক কারণে আমরা রোহিঙ্গাদের জায়গা দিলেও, তাদের আগমণের ফলে স্থানীয়দের নানা বিরম্বনা পোহাতে হচ্ছে। ফলে তাদের প্রতি সতানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এ অবস্থায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও তাদের দ্রুত নিজদেশে প্রত্যাবাসনের কোন বিকল্প নেই। তিনি ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কতৃক পরিচালিত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্প নিয়ে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের ফলাফল, চ্যালেঞ্জ এবং লার্নিং বিষয়ে ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা

eKe¨ ivL‡Qb †nvqvBK¨s BDwbqb cwil‡`i gvb¨ei †Pqvig¨vb Rbve bi Avn¤§` Av‡bvqvix| Qwe Z‡j‡Qbt Avng` Dj¨v|

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় যথাক্রমে ২৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে 'শান্তিপূর্ণ সাহবস্থান' প্রকল্পের উদ্যোগে "project result, challenges & learning sharing with standing committee members of union parishad" শীর্ষক ২ টি কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উখিয়ার কর্মসূচীটি ৫নং পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যলায়ে এবং টেকনাফের কর্মসূচীটি হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়।

এ কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা। তাদের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন, এনজিও কার্যক্রমের ইতিবাচক দিক তুলে ধরা এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

উখিয়ার কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব এম. গফুর উদ্দিন চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোজাফফর আহমদ, ইউপি সদস্য। অন্যদিকে টেকনাফের কর্মসূচীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব জালাল আহম্মদ, ইউপি সদস্য, হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের মান্যবর চেয়ারম্যান জনাব নুর আহম্মদ আনোয়ারী। প্রতি উপজেলা মিটিংয়ে ৩৫ জন করে ২ উপজেলায় মোট ৭০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানসমূহের শুরুতে 'আইপিসি' প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং সামাজিক সংযোগ কমিটির সদস্যগণ প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিস্তারিত কার্যক্রম উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন। এসময় তারা ক্যাম্প ও ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন, মানবাধিকার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নে পরিচালিত সচেতনতামূলক সেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সেশন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজনের ইতিবাচক ফলাফল, অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও যার যার মতামত তুলে ধরেন।

জনাব এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের উদার মানসিকতা এবং স্থানীয় জনগণনের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি স্থানীয় জনগনের উপর রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব এবং মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো যোগ করেন, "আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে কোস্ট ট্রাস্ট এবং ইউএনএইচসিআর এর সাথে কাজ করে যাবো এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করব।"

জনাব মোজাফফর আহমদ এমইউপি বলেন: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্বব্যাংক ,জাইকা,এডিবির মাধ্যমে কারিগরি সহযোগীতা বৃদ্ধি করে স্থানীয় জনগনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে হবে। স্থানীয়রা কাজের সুযোগ পেলে এবং বেকার সমস্যা দুর হলে এখানকার পরিস্থিতি শান্ত থাকবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আবুল হোসাইন, প্যানেল চেয়ারম্যান বলেন, ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্ট কতৃক আইপিসি প্রকল্পের কার্যক্রমকে স্বাগত জানাই, কারণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় এবং রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা জরুরী। আর এই প্রকল্পটি তা নিয়ে কাজ করছে ।তিনি আরও বলেন রোহিঙ্গারা যাতে ক্যাম্প ছেড়ে রেব হতে না পারে তার জন্যে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া খুবই জরুরী এবং তারা যেন নির্দিষ্ট স্থানে থাকেন।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব জালাল আহম্মদ ইউপি সদস্য বলেন, রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প নেই।পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিটিং এর সমাপ্ত ঘোষনা করেন। এবং আগামীতে প্রোগ্রামের যে কোন কাজে উপস্থিত সকলকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

২০১৯ খ্রিঃ নভেম্বর মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহঃ

ক্রম	কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগীতা	২৫	২৫
০২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৬	১৬
০৩	সচেতন নাগরিক সমাজের সাথে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের গুরুত্ব" শীর্ষক আলোচনা সভা	১	১
০৪	'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের ফলাফল, চ্যালেঞ্জ এবং লার্নিং বিষয়ে ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা	১	১
০৫	সোস্যাল কোহেশন কমিটির ইউনিয়ন লেভেল ফলোআপ ভিজিট ও মিটিং	৪	৪
০৬	ক্যাম্প পর্যায়ে সেশন	১২	১২
০৭	ক্যাম্প পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৩	৩

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোনঃ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্সঃ০৩৪১-৬৩১৮৯,
মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭

ই-মেইলঃjahangir.coast@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net